সালাত কায়েম করুন

মূল
শাইখ আবু আব্দিল আজিজ মুনির আল-জাজায়িরি

অনুবাদ
মুফতি হেলালুদ্দীন কাসেমি

সম্পাদনা
আবু যারীফ

প্রুফ
মোহাম্মদ আল আমিন

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

সূচিপত্র

ভূমিকা.....৭
সালাত কায়েম করো..... ১১
হে বিলাল! সালাত কায়েম করো ১৬
মুমিনের সালাত..... ২১
সালাত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম ২২
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ২৪
মূলনীতি.....২৫
মৃত্যুর পূর্বে সে কি সালাত আদায় করতো?.....৩১
অলংকারপূর্ণ উপদেশ ৩৪
জিজ্ঞাসা? ৩৪
গোসল করানোর সময়... ..... ৩৬
হে কবি! তুমিও ভাবো..... ৩৮
অজুর নিদর্শন : উজ্জ্বল-শুভ্র অঙ্গসমূহ..... ৪৩
অলংকারপূর্ণ উপদেশ ৪৬
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আপনাকে দেখতেন!..... ৫০
অত্যন্ত ক্রিয়াশীল মুহূর্ত..... ৫৫
সালাত ও দাজ্জালের আবির্ভাব.....৫৭
সালাতই জীবন, তা ছুটে যাওয়া বিপদ..... ৫৮
কেন সালাত আদায় করো না? ৫৯
সালাতের দিকে এসো! সফলতার দিকে এসো!..... ৬৫
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ৬৮
অলংকারপূর্ণ উপদেশ ৭৩

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি করুণা করেছেন তাঁর পরিচয় লাভে দিকনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে। যিনি তাদের বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তাঁর প্রতি ও তাঁর একত্ববাদের প্রতি ইমান আনয়নের জন্য। যিনি তাঁর বড়োত্ব, মর্যাদা ও পরাক্রমের মোকাবিলায় স্বীয় বান্দাদের প্রতি সালাতের চেয়ে অধিক একাগ্রতা, ভীতি ও বিনয় লাভের কোনো ইবাদাত ফরজ করেননি। এবং যিনি তাঁর একত্ববাদ এবং তাঁর রাসুলগণের প্রতি ইমান আনয়নের পর তাঁর বান্দাদের প্রতি সালাতের চেয়ে মহান ও শ্রেষ্ঠ কিছু ফরজ করেননি।

যে ব্যক্তি সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, সালাত তার জন্য কিয়ামত দিবসে আলো ও প্রমাণ এবং নাজাতের মাধ্যম হবে। আর যে ব্যক্তি এর প্রতি যত্নবান হবে না, সেও তার জন্য কিয়ামত দিবসে আলো ও প্রমাণ হবে না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই; তিনি এক ও অদ্বিতীয়। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল।

নিঃসন্দেহে সালাত, প্রেমিকদের চোখের শীতলতা, একত্ববাদীদের আত্মার স্বাদ, আবিদগণের বাগান, আল্লাহভীরুদের আত্মার প্রশান্তি, সাদিকিনদের অবস্থা পরিমাপের মাপকাঠি ও সালিকিনদের অবস্থা ওজনের পাল্লা। আর সালাত হচ্ছে মুমিন বান্দাদের প্রতি আল্লাহর রহমত, যা তিনি তাদের দান করেছেন, এর দিকে পথ দেখিয়েছেন এবং এর সঙ্গে তাদের পরিচিত করিয়েছেন। আর একে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে মুমিন বান্দাদের প্রতি তাঁর রহমত ও তাদের মর্যাদাস্বরূপ তোহফা ও উপহার হিসেবে দান করেছেন। যাতে এর মাধ্যমে তারা তাঁর মর্যাদা বুঝতে পারে এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে। এতে তাঁর কোনো লাভ নেই, বরং এটি তাদের জন্য বিশেষ করুণা। এটি তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ এবং এর মাধ্যমেই বান্দাদের অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ তাঁর গোলামি ও দাসত্ব প্রকাশ করে। এর মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা আরিফ তথা তাঁর পরিচয় লাভকারীদের অন্তরের অংশকে বড়ো ও পূর্ণাঙ্গ অংশ বানিয়েছেন। আর তা হলো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দিকে তাদের অগ্রগামিতা, তাঁর নৈকট্য লাভের আনন্দ ও স্বাদ, তাঁর ভালোবাসার সুধাপান, তাঁর সম্মুখে দাঁড়ানোর সৌভাগ্য অর্জন, সবকিছু ত্যাগ করে নিজেকে তাঁর সম্মুখে গোলামির জন্য দাঁড় করানো এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাঁর দাসত্বের হককে

পূর্ণতায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে কপালকে জমিনে ঠেকিয়ে দেওয়া, যার দ্বারা মহান রব রাজি ও সন্তুষ্ট হয়ে যান।[১]

সালাত! আপনি জানেন কি, সালাত কী জিনিস? এটি হলো সবচেয়ে বড়ো ইবাদাত ও সর্বাধিক পুণ্য লাভের ইবাদাত। মুসলিম নর-নারীরা এতে কোনো ধরনের অবহেলা ও উদাসীনতা প্রকাশ করবে না! সালাতই জীবন...!

শাইখ আল্লামা আব্দুর রহমান আস-সাদি রাহিমাহুল্লাহু বলেন—

> "তুমি সালাতে তোমার মহান রবের দিকে পূর্ণ মনোযোগী হও। পূর্ণ ইখলাসের সঙ্গে রবের সামনে দাঁড়াও। তুমি সালাতে সানা, দুআ ও বিনয়ের প্রতি পরিপূর্ণ যত্নবান ও মনোযোগী হও। এই সালাত হলো ইমানের বৃক্ষ। বাগানে পানি দেওয়া ও যত্ন নেওয়ার মতো এই বৃক্ষটির প্রতিও যত্নবান হতে হবে। দিনে-রাতে সালাতের পুনরাবৃত্তি যদি না ঘটত, তবে আর এটি ইমানের বৃক্ষ হতো না এবং এর ডালপালাও শুকিয়ে যেত। কিন্তু, এটি বারবার নতুনত্ব নিয়ে 'সালাত' নামের ইবাদাত হিসেবে আগমন করে। তুমি আরও লক্ষ করো যে, সালাত কী পরিমাণে আল্লাহর জিকির দ্বারা বেষ্টিত, যা সবকিছুর থেকে শ্রেষ্ঠ। আর এই সালাতই সর্বপ্রকারের অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে।"[২]

কাব্যানুবাদ:

জেনে রেখো! সকল কল্যাণ ও অনুগ্রহ সালাতেই পাবে তুমি।
কেননা, এতে সকল গুণী ব্যক্তি রবের তরে বিনয় প্রকাশ করে।
আমাদের দীন ও শরিআহর প্রথম ফরজ সালাত
উঠে যাবে যখন দীন, থাকবে তখন সালাত।
সময়মতো সালাতগুলো কায়েম করবেন যিনি,
রবের রহমত লাভে সদা ধন্য হবেন তিনি।
যখন আমি রবের তরে সালাত আদায় করি,
প্রভুর দ্বারে গোলাম আমি করুণার আশা করি।
সালাতে যখন স্বীকার করি আমার গুনাহ-খাতা,
আরশের মালিক হয়ে যান তখন মহান মুক্তিদাতা।
ধন্য তিনি সালাতে যিনি নত করেছেন মাথা!

---

[১] আসরারুস সালাহ, পৃ: ২২৮।
[২] আদ্দুররাতুল মুখতাসারাহ, পৃ: ১৩।

এ হচ্ছে আমার সেই নসিহত, যা আমার হৃদয়ের হতাশার বহিঃপ্রকাশ। আমি খুবই ব্যথিত হই তখন, সকাল-সন্ধ্যায় যুবকদের আড্ডায় দেখি যখন। রাস্তাঘাটে, অলিগলিতে আমার যুবক ভাইয়েরা সালাত থেকে উদাসীন হয়ে মনের খুশিতে মত্ত। সালাত ছেড়ে অন্য কাজে থাকছে ওরা লিপ্ত।

আল্লাহ আমাদের ও তাদের হিদায়াত দান করুন।...সালাত পরিহারকারী কে সে? হায়! সে তো সালাত নষ্টকারী...। হায়! সে তো সালাত বিলম্বকারী...।

হায় দুঃখ!...এসব কি মুসলিম দেশে হচ্ছে? ...এসব কি ইসলামের ভূমিতে হচ্ছে?!

এসব কি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মাহর অবস্থা?!

সালাত কি ইমানের পরিচায়ক ও প্রমাণ নয়?!

সালাত কি দয়াময় ও মেহেরবান আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ নয়?!

সালাত কি দাতা ও দয়ালু আল্লাহর কাছে আশাবাদী হওয়ার প্রমাণ নয়?!

সালাত কি একক আল্লাহর প্রতি ভয়ের নিদর্শন নয়?!

তাহলে কেন একে তরক করা হচ্ছে, পরিহার করা হচ্ছে, উপেক্ষা করা হচ্ছে এবং বিলম্ব করা হচ্ছে?

ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ.

"নিশ্চয় এটা বড়ো আশ্চর্যের বিষয়!"[৩]

এ কারণেই আপনার সমীপে আমার হৃদয় নিংড়ানো নসিহতপূর্ণ এই কটি পাতা। যাতে রয়েছে সুসংবাদ এবং রয়েছে ভীতির সংবাদ। হয়তো এগুলো আপনার উদাসীনতার ধুলোবালি পরিষ্কার করে দেবে এবং আপনার হৃদয়ে সালাত ও ইবাদাতের প্রতি ভালোবাসা পুনরুজ্জীবিত করবে; সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিপতির জন্য।

[৩] সুরা হুদ, আয়াত: ৭২।

أَقِمِ الصَّلَاةَ

সালাত কায়েম করো[৪]

এটি প্রজ্ঞাবান লুকমানের উপদেশ, মহিমান্বিত কুরআনে যা চিরস্থায়ীভাবে লিখে রাখা হয়েছে।

এটি এমন এক বিশিষ্ট মনীষীর উপদেশ, যাকে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন হিকমত দান করেছিলেন।

এটি নসীহত, একজন পিতার পক্ষ থেকে তার পুত্রকে—কোমল ভাষায় এবং সুন্দর শব্দমালায়; এমন হৃদয় হতে যে শুধু মমতা ও ভালোবাসা ছড়ায় এবং এমন মুখ হতে যে শুধু মধু ঝরায়।

যেন এটি প্রতীক ও আদর্শ হয় আমাদের জীবন চলার পথে; তার জন্যও, যে তার সন্তানদের কল্যাণ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে।

কোনো কোনো সন্তানের বয়ঃসন্ধিকাল ও বালেগ হওয়ার সময়-কাল বিভিন্ন কারণে বিলম্বিত হয়। তাই ঐ সময়কালের অপেক্ষায় না থেকে শৈশবকাল থেকেই তার কচি মনে এঁকে দিতে হবে সালাতের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব। তার পবিত্র অন্তরে গেঁথে দিতে হবে দাসত্বের মহিমা। দাসত্বের মহিমা উপলব্ধি করার অতি ফজিলতপূর্ণ এই ইবাদাতকে তার শিশু মনে মোহরাঙ্কিত করে দিতে হবে। মহান সৃষ্টিকর্তার দাসত্ব ও আনুগত্যে অভ্যস্ত করে গড়ে তুলতে হবে তাকে ছোটোবেলা থেকেই। কারণ, আজকে যে শিশু, আগামীকাল সে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ।

আপনি তো সন্তানের প্রতি আপনার মায়া-মমতা ততদিনই প্রকাশ করতে পারবেন, যতদিন এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় আপনি বেঁচে থাকবেন। সুতরাং, হে কল্যাণকামী, সৎ ও যোগ্য পিতা! আপনি নিজ সন্তানকে সালাতে অভ্যস্ত করে গড়ে তুলতে ভুলবেন না!

এক্ষেত্রে মহান রব আল্লাহর নসিহত কতইনা সুস্পষ্ট:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا.

[৪] সুরা লুকমান, আয়াত: ১৭।

> ‘আর তুমি তোমার পরিবারকে সালাতের আদেশ দাও এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাক!’[৫]

এটি বাবা-মায়ের প্রতি মহান রবের এমন আহ্বান যে, ‘তোমরা নিজেদের সন্তানদের নেককার, আনুগত্যশীল ও আদর্শবান হিসেবে গড়ে তুলতে অগ্রসর হও’। আর নেককার, আনুগত্যশীল ও আদর্শবান হিসেবে গড়ে তুলতে প্রথম পদক্ষেপ হলো, সালাতের প্রতি তাদের উদ্বুদ্ধ করা। যেমন, পাঁচ ওয়াক্তের সালাত শুরুর আগে মাসজিদ থেকে মুওয়াজ্জিন মানুষদের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে-

حَيَّ عَلَى الصَّلَاة. حَيَّ عَلَى الفَلَاح.

এসো সালাতের দিকে! এসো সফলতার দিকে!

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ.

> ‘তোমরা নিজ সন্তানদের সালাতের জন্য আদেশ করো, যখন তারা সাত বছর বয়সে উপনীত হয়। আর যখন তারা দশম বছরে উপনীত হয় তখন (সালাত আদায় না করলে) এজন্য তাদেরকে প্রহার করো।’[৬]

হে সম্মানিত বাবা! সম্মানিতা মা! আপনারা অবশ্যই সন্তানদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে থাকেন এবং তাদেরকে কল্যাণের পথে আনতে আপনাদের অনেক বেগ পেতে হয়; কিন্তু বিশ্বাস করুন! আপনারা নিজ সন্তানদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যেই স্বাদ ও তৃপ্তি উপভোগ করছেন, তা দুনিয়ার সকল স্বাদ ও তৃপ্তি হতে উত্তম।

আপনারা তো সন্তানকে গড়ার উদ্যোগ নিয়েছেন, যাতে সে নেককার সন্তান হিসেবে গড়ে ওঠে। এমন সন্তান, যে আপনাদের মৃত্যুর পর আপনাদের জন্য দুআ করতে থাকবে। কিন্তু, যারা তাদের সন্তানকে শিক্ষা দিতে অবহেলা করে, যে শিক্ষা

---

[৫] সুরা ত্ব-হা, আয়াত: ১৩২।

[৬] সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং: ৪৯৫। শাইখ আলবানি একে সহিহ বলেছেন। (সহিহুল জামি: ৫৮৬৮)।

কেবলমাত্র তারই উপকারে আসবে এবং তাকে এমনিভাবেই ছেড়ে দেয়; তারা নিজেদের সন্তানের ব্যাপারে চরম ভুল করছে। আর অধিকাংশ সন্তানরা বিপথগামী হয় বাবা-মায়ের ভুলের কারণে, সন্তানদের প্রতি তাদের অবহেলার কারণে এবং দীনের ফরজ ও সুন্নাহ সম্পর্কিত শিক্ষা না দেয়ার কারণে। ফলস্বরূপ, সেই সন্তানেরা না পারে নিজেরা উপকৃত হতে, আর না পারে তারা বড়ো হয়ে তাদের বাবা-মাকে উপকৃত করতে।

আর অনেক বাবা-মা এমন রয়েছে, যারা নিজেদের সন্তানদের প্রতি নির্দয় আচরণ করে এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়। এরপর সেসব সন্তানরাও পরবর্তীকালে বাবা-মাকে কষ্ট দেয়। তারা তখন বলে, ও আমার বাবা! আপনি তো ছোটোবেলায় আমার প্রতি ইহসান করেননি, অন্যায় আচরণ করে কষ্ট দিয়েছেন; এখন আমি বড়ো হয়েছি; তাই এবার আপনাকে সেই কষ্টগুলো ফিরিয়ে দিচ্ছি। আপনি শৈশবে আমাকে বিপথগামী করেছেন, তাই আপনার বার্ধক্যকালে তার প্রতিদান দিচ্ছি।[৭]

সন্তানদের সালাত কায়েমের জন্য উপদেশ দেয়া বা আদেশ করা নবিগণের আদর্শ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.

> ‘আর আপনি এই কিতাবে ইসমাইল (আ.)-কে স্মরণ করুন। নিশ্চয় তিনি ছিলেন অঙ্গীকার পূরণকারী এবং রাসুল ও নবি। তিনি তাঁর সন্তানকে সালাত ও জাকাত আদায় করার জন্য আদেশ করতেন। আর স্বীয় প্রতিপালকের কাছে ছিল তাঁর সম্মানজনক অবস্থান।’[৮]

আর সন্তানদের আদর্শ ও নৈতিকতা শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের জন্য সবচেয়ে বড়ো সহায়ক জিনিসটি হলো, আসমান ও জমিনের মালিক আল্লাহ তায়ালার দিকে মনোযোগী হওয়া এবং তাঁর কাছে প্রাণ খুলে সন্তানের জন্য দুআ করা। যেমন দুআ করেছিলেন সায়্যিদুনা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম,

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ.

[৭] তুহফাতুল মাওদুদ, পৃ: ২৩০।
[৮] সুরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৪-৫৫।

> ‘হে আমার রব! আপনি আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার সন্তানদের থেকেও। হে আমাদের রব!! আর আমার দুআ কবুল করুন।’[৯]

নেককার মায়েদের থেকে একজন মা বলেন—আমার ছেলে এমন ছিলো যে, কখনোই সে আল্লাহ তায়ালার কোনো বিধানের প্রতি গুরুত্ব দিত না। সারাক্ষণ খেলাধুলা ও অনর্থক কাজে লিপ্ত থাকত। আর যখন তাকে সালাতের জন্য ডাকতাম কিংবা ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতাম, সে আমার ডাকে কোনো সাড়াই দিত না। এতে আমি খুবই পেরেশান ও হতাশ হয়ে পড়ি। এমতাবস্থায় আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট আন্তরিক সাহায্য চাই এবং সালাত ও দুআর প্রতি যত্নবান হই। আমি শুধু দুআ কবুলের সময়গুলোর অপেক্ষায় থাকতাম। বিশেষ করে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকি; ওগো রব আমার! আপনি আমার প্রিয় সন্তানকে সালাত কায়েমকারী বানিয়ে আমার চোখের শীতলতা দান করুন। আর আমি মুনাজাতের মধ্যে বারবার সায়্যিদুনা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ঐ দুআটি পাঠ করতাম,

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ.

> ‘প্রভু হে! আপনি আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার সন্তানদের থেকেও। হে আমাদের প্রভু! আপনি আমার দুআ কবুল করুন।”[১০]

আর আমি দুআর মধ্যে নিজেকে বড়ো অসহায় ভেবে, ভীতি ও বিনম্রতার সাথে একাগ্রচিত্তে মহান আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রেখে দুআ করতাম; বিশেষ করে যখন আমি ভাবতাম যে, আমার ছেলে তো অহংবোধ করে সালাত আদায় করা থেকে বিমুখ থাকার কারণে জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।

আমি আমার দুঃখ ও অভিযোগ সবই মহান রব আল্লাহ তায়ালার দরবারে পেশ করতে থাকলাম। এভাবে বছর দুয়েক অতিবাহিত হয়ে গেল। এরপর হঠাৎ একদিন দেখতে পেলাম, আমার ছেলে সালাতে দাড়িয়ে আছে! সেই থেকে ছেলেকে দেখছি, সে সালাতের প্রতি এতটাই যত্নবান যে, মানুষকেও সালাতের গুরুত্ব বর্ণনা করছে!

---

[৯] সুরা ইবরাহিম, আয়াত: ৪০।
[১০] সুরা ইবরাহিম, আয়াত: ৪০।